চুয়াডাঙ্গা ও খুলনা সমানে সমান

বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২০ চুয়াডাঙ্গা ভেন্যুর খেলায় শ্বাসরুদ্ধকর এক ফুটবল দেখলো দর্শকরা। টানটান উত্তেজনার খেলায় খুলনা ও চুয়াডাঙ্গা ১-১ গোলে সমতা নিয়ে মাঠ ছাড়েন।

গতকাল শনিবার দুপুর ৩টায় চুয়াডাঙ্গার নতুন স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় চুয়াডাঙ্গা জেলা একাদশ ও খুলনা জেলা একাদশ। খেলার প্রথমার্ধে দুই দলের খেলোয়ারদের আক্রামন পাল্টা আক্রমনে গ্যালারীতে বসে দারুন এক উত্তেজনাকর ফুটবল উপভোগ করেন দর্শকরা।

প্রথমার্ধের ৩৪ মিনিটের মাথায় খুলনা একাদশের ৯ নং জার্সিধারী জান্নাত মাঝ মাঠ থেকে প্রতিপক্ষের খেলোয়ারদের পরাস্ত করে চুয়াডাঙ্গার জালে বল জড়িয়ে দলকে ১-০ গোলে এগিয়ে নেন। মধ্য বিরতির আগ মুহুর্ত পর্যন্ত খুলনা জেলা একাদশ ১-০ তে এগিয়ে থেকে মাঠ ছাড়েন।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলার শুরু থেকেই খুলনা একাদশের খেলোয়াররা অনেকটা একপেশে ফুটবল খেলেন। চুয়াডাঙ্গা একাদশ ১-০ গোলে পিছিয়ে থেকে খেলোয়ারদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। ফলে দ্বিতীয়ার্ধের ১ম প্রথম দিকে অনেকটা অগাছালো ফুটবল খেলতে থাকে চুয়াডাঙ্গা একাদশের খেলোয়াররা।

এ সময় খুলনাা একাদশের খেলোয়ার দফায় দফায় আক্রমন করলেও গোল ব্যবধান বাড়াতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু খেলা শেষের ১০ মিনিটে দারুন ফুটবল খেলা উপহার দেয় চুয়াডাঙ্গা একাদশের খেলোয়াররা। এ সময় দফায় দফায় আক্রামন করে অনেকটা বিপর্যস্ত করে ফেলে খুলনা জেলা একাদশের খেলোয়ারদের। শ্বাসরুদ্ধকর এক ফুটবল উপভোগ করতে থাকে গ্যালারিতে বসা দর্শকরা।

খেলা শেষের ১ মিনিট আগে চুয়াডাঙ্গা জেলা একাদশের পরিকল্পিত এক আক্রামন থেকে ৮ নং জার্সিধারী তরু খুলনা একাদশের গোল রক্ষককে বোকা বানিয়ে বল জালে জড়িয়ে দিলে খেলায় ১-১ গোলে সমতা আসে। রেফারি জসিম আক্তারের শেষ বাঁশিতে দুই দলকেই সমতা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়।

খেলায় সহকারী রেফারীর দায়িত্বে ছিলেন দেবাশিষ চক্রবর্তী ও আশরাফুল ইসলাম। ম্যাচ রেফারী ছিলেন তোফাজ্জেল হোসেন বাচ্চু।

আলমডাঙ্গায় ৩ বিঘা জমির পান খেত তছরুপাত

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইল বগাদি গ্রামে কৃষকের ৩ তিন বিঘা জমির পান ক্ষেত কেটে সাবাড় করে দিয়েছে ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসিরা। ঘটনাটি ঘটেছে আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইল বগাদি পূর্বপাড়া মাঠে।

গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে। জানাগেছে, ভোগাইল বগাদি গ্রামের ঐ জমি নিয়ে দুইপক্ষের মাধ্যে কোর্টে মামলা চলছিল, প্রথম পক্ষ ক্ষমতার জোরে জমির মালিক মৃত জব্বার মন্ডল ও ভাদু মণ্ডল, জুবের মণ্ডলের ছেলে আব্দুল খালেক বলেন, এই জমি আমার বাবার জমি এবং দ্বিতীয় পক্ষ মৃত আব্দুল গনি মন্ডলের নামে এই জমি রেকর্ড হয় এতে দুই পরিবার থেকেই কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং আদালতের রায় বের হওয়ার পরে এই জমিতে আমাদের যাওয়ার কথা ছিল।

গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে মৃত গনি মণ্ডলের ছেলে আব্দুর রহিম ও বশির আলী ভোগাইল বগাদি গ্রামের গাং পাড়ার মৃত শমসের আলীর ছেলে হাসিবুল ইসলাম, আইয়ুব আলীর ছেলে আরিফুল ইসলাম, রোড পাড়ার মৃত মোকছেদ আলীর ছেলে মোকাদ্দেস হোসেন, ভাঙতে পাড়ার মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে আশরাফুল আলম মঞ্জিল, মৃত আবদুল গনির ছেলে আব্দুর রহিম, বশির আলী, নজিম উদ্দিন, মৃত আব্দুল এর ছেলে রকিবুল ইসলাম, জহির উদ্দিনের ছেলে টোকন হোসেন, বিশুর ছেলে মনোয়ার হোসেন, রেজালের ছেলে বোরহান আলী, পার্শ্ববর্তী শালিকা গ্রামের ছেলে মহিবুল ইসলাম, ও অনুপ নগর গ্রামের রেজাল হক সহ অজ্ঞাত দের ভাড়া করে এনে আমাদের পান বরজ কেটে প্রায় ৮ লক্ষ টাকার পান তসরুপ করে দিয়েছে।

এ বিষয়ে পানচাষী মৃত নবীরউদ্দীন মণ্ডলের ছেলে মিনাল হোসেন বলেন, আমি এই জমি লিজ নিয়ে ১০ কাঠা জমিতে পান চাষ করেছি আমার পান বরজ কেটে তসরুপাত করে দিয়েছে, নবীর উদ্দীন মণ্ডলের ছেলে মহিবুল ইসলাম

বলেন, আমি ঋণ নিয়ে ১০ কাঠা জমি লিজ নিয়ে পান চাষ করছি। পান বরজই আমার একমাত্র সম্বল ছিল, সেটা আজকে কেটে সাবাড় করে দিয়েছে এখন আমার সংসার চালানোর জন্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

এদিকে, মৃত পান্না হোসেনের ছেলে কলেজ ছাত্র মামুনুর রশীদ জানান, এখানে আমার লিজ নেওয়া ১০ কাঠা জমিতে পান চাষ করেছিলাম, এই বরজ থেকে পান বিক্রয় করে আমি সংসার চালায় ও আমার লেখাপড়ার খরজ চালাই, এখন আমি ছাত্র আমি তো অন্য কোন পেশায় জড়াতে পারি নি। আজ আমার পান খেত তারা কেটে দিয়েছে, কিভাবে আমি আমার সংসার চালাবো? আর লেখাপড়ার খরচ চালাবো, আমাকে সর্বহারা হয়ে পথে বসতে হবে।

মৃত বনমালীর ছেলে বলেন, এখানে আমার লিজ নেওয়া ৮ কাঠা জমিতে আমি পান চাষ করছিলাম, অভাবের সংসারে এর বেশি আমি পান চাষ করতে পারিনি, এক বেলা খেলে আরেক বেলা নিজের পান বরজে কাজ করে খায়, আজ আমার সেই সম্বল টুকুও কেটে ভেঙ্গে সাবাড় করে দিয়েছে। এখন আমি কি করব? আমি বলেছিলাম জমি যাদের হবে আমরা তাদেরকে লিজ দিয়ে দিব আমাদের পান বরজ কেউ যেন না ভঙ্গে।

মৃত আলী হোসেনের ছেলে তোসার আলী বলেন, এখানে আমার ৬ কাঠা জমিতে পান চাষ ছিল বর্তমান বাজারে আমি পান বিক্রি করতাম ১০০-২২০ দরে। আমার পান বরজ কেটে সাবাড় করে দিয়েছে এখন আমি কি করতে পারি, সে আল্লার কাছে বিচার চায়।
মনসুর আলীর ছেলে কুতুব উদ্দিন বলেন, আমি লোকের জোন খেটে খায় এখানে আমার ৬ কাঠা জমিতে পান বরজ করেছিলাম, সেই শেষ সম্বল টুকুও তারা ভেঙ্গে সাবাড় করে দিয়েছে, আমি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে ন্যায় বিচার চাই।

জুব্বার মণ্ডলের ছেলে আব্দুল খালেক বলেন, এখানে আমার পৈতৃক সম্পত্তি ১০ কাঠা জমিতে পান বরজ ছিল, যা আমি পান বিক্রি করতাম ১৫০ থেকে ২০০ শত টাকা পোন মূল্যে। কিন্তু আজ আমার পান বরজ কেটে সাবাড় করে দিয়েছে, কিছু ভাড়াটে লোকজন আমাদের এই জমি গ্রামের গনির নামে রেকর্ড করে দিয়েছে। এ বিষয়ে কোটে মামলা চলছে। কিন্তু বিভিন্ন গ্রাম থেকে ও আমাদের নিজ গ্রামের লোকজন এসে আমাদের পান বরজ কেটে তছনছ করে দিয়েছে, আমরা এর বিচার চাই।

এদিকে মৃত আব্দুলের ছেলে রকিবুল ইসলাম এর সাথে কথা বললে তিনি বলেন, আমি কোন পান ক্ষেত কাটতে যায়নি আমাকে মৃত আবদুল গনির ছেলে আব্দুর রহিম ডেকেছিল যে আমরা পান বরজ কেটে দিচ্ছি তুমি এসে নিয়ে

যাও, তাই আমি টাকা নেওয়ার জন্য সেখানে গিয়ে ছিলাম।

মৃত আইয়ুব আলীর ছেলে আরিফুল ইসলাম বলেন, আমি গরিব মানুষ আমি জোন খেটে আমার সংসার চালায় গতকাল রাতে এসে গনি মণ্ডলের ছেলে আব্দুর রহিম আমাদের জোন হিসেবে নিয়ে যায় এবং তিনি বলেন, শুক্রবার সকালে আমার পান বরজ ভাঙতে হবে তাই আমরা কয়েকজন তার পান বরজ ভাঙ্গার জন্য গিয়েছিলাম। এবং পরে আমরা দেখি সেখানে গোলযোগ হবার সম্ভাবনা আছে এবং আমরা সেখান থেকে একসাথে যে কয়জন কাজ করছিলাম সবাই চলে এসেছি ।

এদিকে জিন্নাত আলীর ছেলে ইউনুস আলী বলেন, আমি আজ সকালে আসমানখালী বাজার থেকে পান বিক্রয় করে বাড়ি আসার সময় সোহাগ মোড়ে আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আমার গলায় রাম দা ধরে মৃত মোকছেদ আলীর ছেলে মোকাদ্দেস হোসেন ও মৃত শমসের আলীর ছেলে হাসিবুল ইসলাম বলে তুই যেন ওই পানবরজের জমির পাশে যাবিনা, তোকে ওই জমির পাশে পেলে জবাই করে ফেলবো।

এ বিষয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমান, তিনি বলেন, এই জমি নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধ চলছে এবং কোর্টে মামলা করা রয়েছে, আপনারা কোর্ট থেকে আপোষ মীমাংসা করে আসেন, কোর্ট যাকে রায় দেবে সেই ব্যক্তি জমির কাছে যাবেন, এর আগ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ওই জমি দাবি করে জমিতে যেতে পারবে না।

মেপ্র/ইএম

আলমডাঙ্গায় ৩ জুয়াড়িকে কারাদন্ড ও ৩ ফল ব্যবসায়ীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় পৃথক পৃথকভাবে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান পরিচালনা করে ৩ জুয়াড়িকে কারাদন্ড ও ফুটপথে ব্যবসা করার অপরাধে ৩ ব্যবসায়ীকে

জরিমানা করেছে।

বুধবার আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী, মুন্সিগঞ্জ ও আলমডাঙ্গা আট কপাটে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমানের সহযোগীতায় মুন্সিগঞ্জ মদনবাবুর মোড়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ৩ ফল ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে।

মদনবাবুর মোড়ের সুমনা ষ্টোরের মালিক নাজমুল হাসানকে ২ হাজার, হাসিব ষ্টোরের হাসিব আলীকে ২ হাজার ও হাসিবুল ইসলামকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এসময় মদনবাবুর মোড়ে, সোনাতনপুর হাসপাতাল মোড়ের সকল দোকানের সামনে বাড়তি টিনের চাল ৩ দিনের মধ্যে সরানোর নির্দেশ প্রদান করেন।

অপর দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে আলমডাঙ্গা আট কপাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩ জুয়াড়ীকে জুয়া খেলা অবস্থায় আটক করে।

আটককৃতরা হলো- হাউসপুর গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে নাসির উদ্দিন(৪০), একই গ্রামের মুক্তার আলীর ছেলে হাসিবুল(৩৫) ও কুষ্টিয়া মিরপুর উপজেলার আমবাড়িয়া গ্রামের ইব্রাহিম মন্ডলের ছেলে ওসমান গনি(৫০)কে জুয়া খেলার নগদ ১৫শ ৯০ টাকাসহ আটক করে।

ঘটনাস্থলেই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে বংগীয় প্রকাশ্যে জুয়া আইন ২০০৯ এর ৪ ধারা মোতাবেক ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।
এসময় আলমডাঙ্গা থানার এস.আই আশিকুল ইসলাম, এ.এস.আই হামিদুল ইসলাম ও সঙ্গীয় ফোর্স উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/ আরপি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]-[redacted]

[redacted]/[redacted]

[redacted]

[redacted]

তিনি উপজেলার সুটিয়া গ্রামের মৃধাপাড়ার মৃত সাজেদুর রহমানের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেলে জালাল উদ্দিন বাইসাইকেলযোগে মাঠে যাচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দেয়।

তিনি বাইসাইকেল থেকে পিচ রাস্তায় উপর পড়ে মারাত্মক জখম হন। পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভর্তি করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. পার্থ সারথী পাল বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় জালাল উদ্দিনের মাথায় আঘাত লাগার ফলে তার কান এবং নাক দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় মৃত্যু হয়েছে।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তাধিকার সংরক্ষণ আইনে আরজু ফুডে জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলার পৌর এলকার পশুহাট রোডের আরজু ফুড বেকারীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ক্যামিকেল ব্যবহারের দায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে জরিমানা আদায় করেছে।

জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার বিকালে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌর এলকায় আরজু ফুড বেকারীতে দীর্ঘ দিন ধরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও খাবার তৈরিতে ক্যামিকেল ব্যবহার করে আসছিল। এ অভিযোগে ভোক্তা অধিদপ্তরের একটি দল অভিযান চালায় বেকারিতে।

এ সময় বেকারীর মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানার টাকা পরিশোধ করেন বেকারি মালিক আলিম মিয়া।

চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

মেপ্র/ আরপি

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ এক নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রাম থেকে ৬ কেজি গাঁজাসহ মর্জিনা খাতুন (৪২) নামে এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত মর্জিনা খাতুন দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের মৃত দীন মোহাম্মাদের স্ত্রী।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামে মর্জিনা খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালায়।

এসময় নিজ বাড়িতে বাক্সে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় ৬ পুটলা গাঁজা উদ্ধার করে তারা। যার ওজন প্রায় ৬ কেজি। উদ্ধারকৃত গাঁজার মূল্য ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

গাঁজাসহ আটক নারীকে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে দামুড়হুদা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেপ্র/ আরপি

[redacted]

[redacted]

এমন অভিযোগ এনে শিশুটির বাবা আব্দুল হালিম জানান, মৃত কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবরে আমরা যখন দাফন কাফনের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি। তখনই আমার স্ত্রী (জিনিয়া) তার কন্যাকে শেষ বারের মত দেখতে চাই। কিন্তু ক্লিনিকটির আয়ারা শিশুটির গলাচেপে উঁচু করে আমাদের বলেন এই দেখেন মৃত বাচ্চা।

তারপরও আমার স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী কোলে নিতেই নড়ে উঠে আমার সদ্য ভূমিষ্ঠ কন্যা। এ সময় আমরা চিৎকার দিয়ে উঠলে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি করে শিশুকে অক্সিজেন দেন। এরপর অবস্থা বেগতিক দেখে জান্নাতুলকে গোপনে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করতে বলেন।’ তাদের কথামত সোমবার সকালে আমরা চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করি।

এদিকে, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল রোডের উপশম নাসিং হোম কর্তৃপক্ষের এমন কান্ডজ্ঞানহীন খবর শহরে ছড়িয়ে পড়লে শহরজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে শিশুটিকে দেখতে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভীড় জমান।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. আসাদুর রহমান মালিক খোকন জানান, ‘নির্ধারিত সময়ের আগেই শিশুটি জন্ম নিয়েছে। তাছাড়া নিউমোনিয়ায়ও আক্রান্ত ছিল শিশুটি। আমাদের পক্ষ থেকে তাকে ইনকিউবেটরের মধ্যে রেখে প্রাণপণ চিকিৎসা দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু কিছুতেই শিশুটির উন্নতি না হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিক্যালে পাঠানোর পরামর্শ দিই। দুপুরে শিশুটির পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নেন।

শিশু জান্নাতুলের বড় চাচা বরকত আলী জানান, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিশুটিকে রাজশাহী মেডিক্যালে রেফার্ড করলেও আমাদের হাতে রাজশাহী যাওয়ার মত কোন টাকা পয়সা ছিলনা। এজন্য আমরা দুপুরে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে শিশুকে বাড়িতে নিয়ে আসি। এরপর টাকা জোগাড় করার প্রস্তুতি নিতে থাকি। কিন্তু এরই এক পর্যায়ে দুপুর দেড়টার দিকে মায়ের কোলেই নিথর হয়ে পড়ে শিশু জান্নাতুল।

শিশুটির মৃত্যুর খবরে দুুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামে গিয়ে দেখা যায় শিশুর মা জিনিয়া খাতুন প্রলাপ বকছেন। তিনি তার শিশু কন্যার মৃত্যুর জন্য উপশম নাসিং হোমের চিকিৎসক ডা. জিন্নাতুল আরা, ক্লিনিকটির নার্স ও আয়াদের অবহেলাকে দায়ী করেন।

অভিযোগ আনেন জীবিত থাকা অবস্থায় আমার সন্তানকে মৃত ঘোষনা দিয়ে

তাকে তীব্র ঠান্ডার মধ্যে মেঝেতে ফেলে রাখা হয়। আমি শেষ বারের মত দেখতে না চাইলে জীবিত অবস্থায় হয়ত..!

এ ব্যাপারে ডা. জিন্নাতুল আরা বলেন, ‘শিশুটি যখন ভুমিষ্ঠ হয় একেবারেই শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল না। নাভির কাছে কেবল ঢিবঢিব শব্দ ছিল। চার ঘণ্টা অক্সিজেন দেয়ার পর সে কিছুটা সুস্থ্য হলে আমরা (সোমবার) চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই।

তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, শিশুটিকে চিকিৎসা দিতে আমরা স্বাধ্যমত চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এ.এস.এম মারুফ হাসান জানান, এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না।

মেপ্র/ আরপি

কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে নবীন বরন ও বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে নবীন বরন ও বিদায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান মনি মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বিদ্যালয়টির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি সহিদুল হক।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সাধন, রফিক, আরেফিন, শিক্ষক মশিউর, আকলিমা, জেসমিন, শরীফ, সাংবাদিক শরীফ রতন, মেহেদী হাসান মিলন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষিকা রুপা।

মেপ্র/ আরপি

আলমডাঙ্গার নওদা হাপানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা- অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যে গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১০ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার ১০৭ নং নওদা হাপানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে মা ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সে সময় উপস্থিত ছিলেন ১০৭ নং নওদা হাপানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: আমিনুল হক খোকন, স্কুল কমিটির সভাপতি মুজাম, এবং সহকারি শিক্ষক শিক্ষিকা।

অভিভাবকদের মাঝে প্রধান শিক্ষক তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ এখন উন্নত দেশে পরিণত হচ্ছে। এই উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখতে হলে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই’। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান করছেন। বিনামূল্যে বই বিতরণ করছে। তা ছাড়াও নানা সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে সরকার।

তিনি আরো বলেন, আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই প্রত্যেকটা শিশুকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

মেপ্র/ আরপি